শেকড় জানো
দেশটা চেনো

জনমানুষের ডাক্তার জাফরুল্লাহ চৌধুরী

লেখক: সৈয়দা ফাতিমা অনন্যা

GROW your READER
Foundation

জনমানুষের ডাক্তার জাফরুল্লাহ চৌধুরী

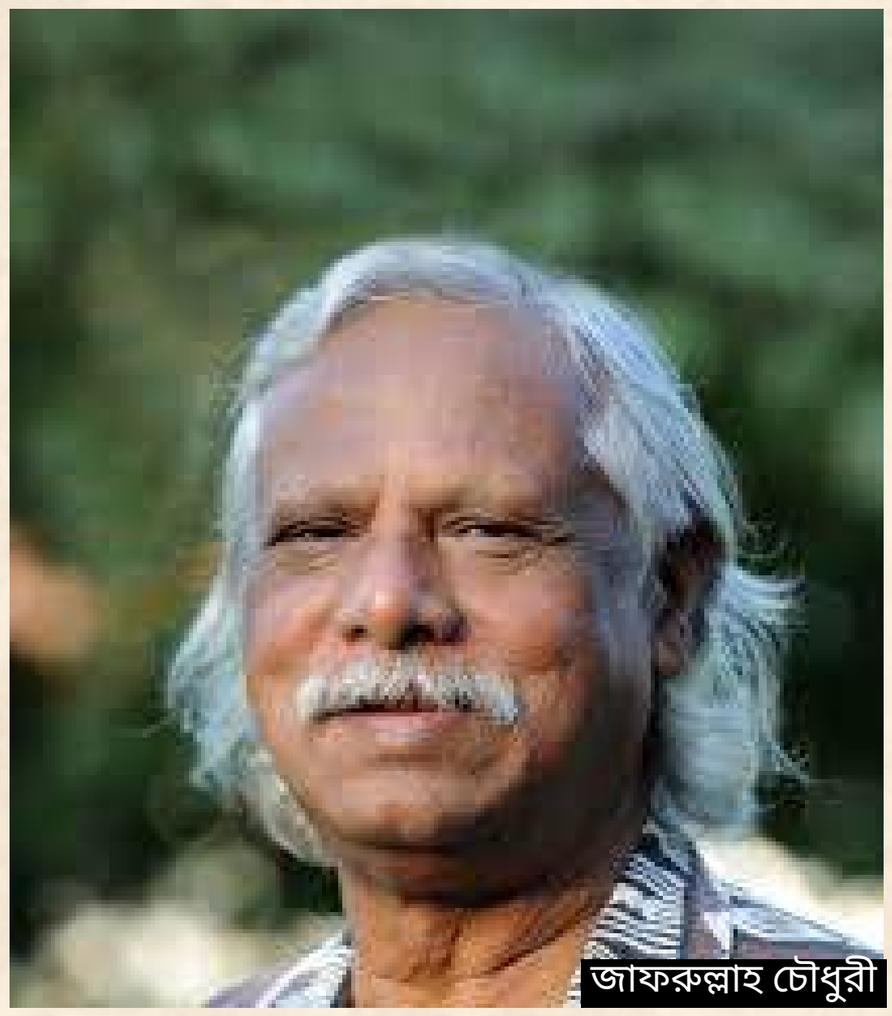
জাফরুল্লাহ চৌধুরী

পৃথিবীতে কিছু মানুষ আসেন, যারা নিজের জীবনকে উৎসর্গ করে চলেন অন্যের জন্য। যে সময়ের কথা বলছি, তখনো বাংলাদেশ স্বাধীন হয়নি। কিন্তু বাঙালি তখন স্বাধীনতার স্বপ্নে বিভোর। যখন বাংলার মাটিতে যখন অন্ধকারের ও বিপদের ঘনঘটা ঠিক সেই সময় একটি আলোকবর্তিকা হয়ে এগিয়ে আসেন ডঃ জাফরুল্লাহ চৌধুরী। তিনি নিজের পেশার মাহাত্ম্য প্রমান করেন এই দেশের মানুষের পরম বন্ধু হয়ে।

ডঃ জাফরুল্লাহ চৌধুরী এর জন্ম ১৯৪১ সালের ২৭শে ডিসেম্বর চট্টগ্রামের রাউজান উপজেলায়। তার শৈশব কলকাতায় কাটলেও পরবর্তীতে তিনি পরিবারের সাথে ঢাকায় চলে আসেন। তাঁর বাবা ছিলেন সরকারি চাকরিজীবী, আর মা ছিলেন ধর্মপরায়ণ ও স্নেহময়ী। মধ্যবিত্ত পরিবারের সরল মনের মানুষ ছিলেন তিনি, কিন্তু তার মাঝেই বোনা হচ্ছিল একজন মহান দেশপ্রেমিকের বীজ। জাফরুল্লাহ চৌধুরীর বাবা ছিলেন মাস্টারদা সূর্যসেনের ছাত্র। তিনি পড়াশোনায় দক্ষ ছিলেন, কিন্তু নিয়মিতভাবে তিনি গ্রামের মাঠে বন্ধুদের সঙ্গে খেলতে যেতেন; তবে শুধুমাত্র খেলার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতেন না। গ্রামবাসীদের দুঃখ ও কষ্ট দেখে তাঁর মনে প্রশ্ন জাগত—কেন তাঁদের এমন জীবন? কেন তাঁরা চিকিৎসার সুবিধা থেকে বঞ্চিত?

মায়ের কাছ থেকে তিনি সেবার গুরুত্ব শিখেছিলেন এবং ছোটবেলাতেই বুঝতে শুরু করেন যে জীবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো মানুষের কল্যাণ করা। অপরদিকে, তাঁর বাবা ছিলেন কঠোর, কিন্তু নীতির প্রতি অটল; যা জাফরুল্লাহকে শৃঙ্খলা ও কঠোর পরিশ্রমের মূল্যবান শিক্ষা দিয়েছিল। গ্রামের

মানুষের কষ্ট দেখে তিনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, একদিন তিনি এমন কিছু করবেন যাতে গ্রামের মানুষদের দুর্দশা ঘুচে যায়।

ঢাকার বকশীবাজার সরকারি স্কুলে পড়াশোনা শেষে তিনি ভর্তি হন ঢাকা কলেজে, যা তাঁর শিক্ষাজীবনের গুরুত্বপূর্ণ ধাপ। তিনি বিজ্ঞান ও গণিত বিষয়ে গভীর আগ্রহ দেখান। তাঁর স্বপ্ন ছিল চিকিৎসক হওয়ার, কারণ তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, দেশের মানুষ সঠিক স্বাস্থ্যসেবা থেকে বঞ্চিত। এই লক্ষ্য নিয়ে তিনি ভর্তি হন ঢাকা মেডিকেল কলেজে, যা তাঁর জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। এখানে তিনি যুক্ত হন বামপন্থী রাজনিতিতে। মেডিকেল কলেজ থেকে এমবিবিএস ডিগ্রি সম্পন্ন করার পর তিনি পাড়ি জমান যুক্তরাজ্যের লন্ডনে। লন্ডনে তিনি এফআরসিএস (Fellow of the Royal College of Surgeons) করার জন্য পড়াশোনা শুরু করেন। লন্ডনে পড়াশোনা চলাকালীন, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ডাকে সাড়া দিয়ে তিনি দেশে ফেরার সিদ্ধান্ত নেন, যদিও তখন তাঁর পড়াশোনা অসমাপ্ত ছিল। দেশের স্বাধীনতা এবং মানুষের মুক্তি তাঁর কাছে ডিগ্রি থেকে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল।

জাফরুল্লাহ চৌধুরী

মুক্তিযুদ্ধে গেরিলা মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে যোগ দেন তিনি। মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক জেনারেল আতাউল গনি ওসমানী কে বহনকারী যে হেলিকপ্টারটি হামলার শিকার হয়েছিল, তাতে অন্যদের মধ্যে ছিলেন ডাঃ জাফরুল্লাহ চৌধুরী। পরবর্তীতে অস্ত্র হিসেবে গুলি ও বোমার পরিবর্তে হাতে তুলে নেন ব্যান্ডেজ ও ওষুধ। ত্রিপুরার সীমান্তে গড়ে তুললেন বাংলাদেশ ফিল্ড হাসপাতাল। এটি ছিল বাংলাদেশের বীর মুক্তিযোদ্ধা ও শরণার্থীদের জন্য প্রথম ফিল্ড হাসপাতাল।

বাংলাদেশ ফিল্ড হাসপাতালের সামনে জাফরুল্লাহ চৌধুরী

১৯৭২ সালে একটি বড় চ্যালেঞ্জ গ্রহন করেন তিনি। ফিল্ড হাসপাতাল এ কর্মরত নারী স্বেচ্ছাসেবীদের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে প্রথমে কুমিল্লায়, তারপর সাভারে প্রতিষ্ঠা করেন গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র। এই নামটি রাখেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। ডঃ জাফরুল্লাহ চৌধুরী বিশ্বাস করতেন, *"নারীরা সমাজের মেরুদণ্ড। তাদের ক্ষমতায়ন ছাড়া সমাজের প্রকৃত উন্নয়ন সম্ভব নয়।"* ১৯৭৩ সালে শুরু করেন গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের স্বাস্থ্যকর্মী প্রশিক্ষণ প্রোগ্রাম, এই প্রগ্রামের মূল লক্ষ্য ছিল প্রান্তিক জনগনের কাছে স্বাস্থ্যসেবা পৌঁছে দেওয়া। নারীদের প্রশিক্ষন দিয়ে এই সেবামূলক কাজটি চলতে থাকে। তার ভাষ্য মতে, *"চিকিৎসা সেবা কোনো পণ্য নয়, এটি মানুষের মৌলিক অধিকার।"* আরও বলেছেন, *"যে দেশের মানুষ ওষুধ কিনতে পারে না, সে দেশের স্বাধীনতা সম্পূর্ণ নয়।"* এছাড়াও তিনি মানুষের মধ্যে প্রাথমিক চিকিৎসার ধারণা ছড়িয়ে দিতে থাকেন। ১৯৮২ সাল বাংলাদেশের ইতিহাস এবং ব্যক্তি জাফরুল্লাহ এর জন্য স্মরণীয় কেননা এই বছরেই বাংলাদেশ সরকার তাঁর সহায়তায় একটি নতুন জাতীয় ওষুধ নীতি প্রণয়ন

করে। এর ফলে বাংলাদেশে সুলভ মূল্যে জরুরি ওষুধ সরবরাহ নিশ্চিত হয় এবং বহুজাতিক কোম্পানির ওপর নির্ভরতা কমে। এর পুরো কৃতিত্ব ডাঃ জাফরুল্লাহ চৌধুরীর কারন তার উদ্যোগেই প্রস্তাবটি গ্রহন ও বাস্তবায়ন করা হয়। একাধারে, তিনি গণ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন ২০০৮ সালে, যা বাংলাদেশের তরুণদের শিক্ষার সুযোগ দেয় এবং কম খরচে গুণগত শিক্ষা

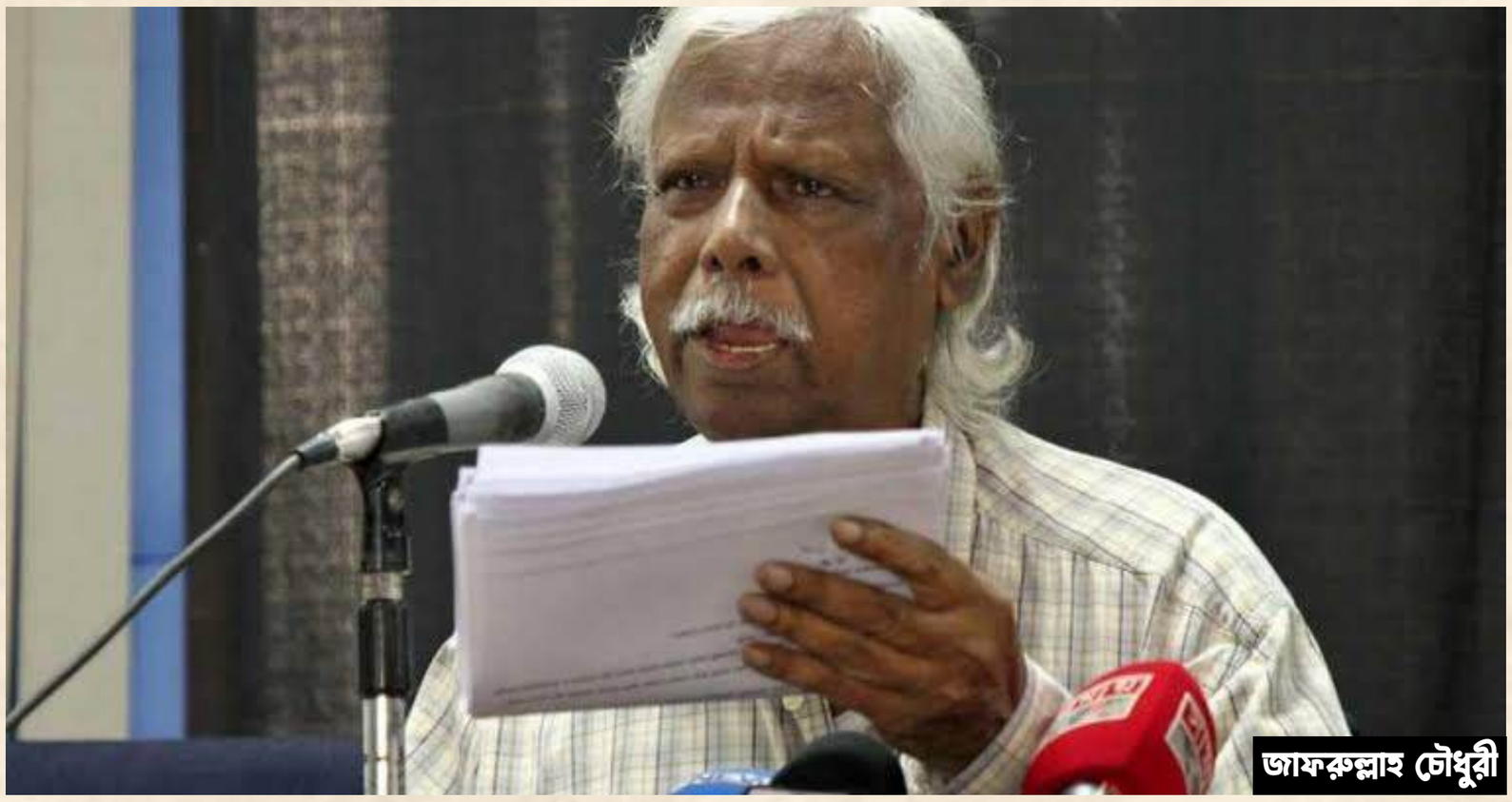
জাফরুল্লাহ চৌধুরী

নিশ্চিত করে। দেশের বাইরেও বাংলাদেশকে তুলে ধরেছেন খুব মর্যাদাপূর্ণ ভাবে। গ্লোবাল প্যারামেডিক কনসেপ্ট ও ট্রেইন্ড প্যারামেডিক দিয়ে মিনি ল্যাপারোটমির মাধ্যমে লাইগেশন সার্জারির উদ্ভাবক ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী। এ সংক্রান্ত তার পেপারটি বিশ্ববিখ্যাত মেডিকেল জার্নাল *ল্যানসেট* মূল আর্টিকেল হিসেবে ছাপা হয়। যুক্তরাষ্ট্রের মূল পেডিয়াটিক্স টেক্সট বইয়ের একটা চ্যাপ্টার ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী লিখতেন অনেক বছর ধরে। দেশে-বিদেশে তার লেখা বই ও পেপারের সংখ্যা প্রচুর। ২০২০ সালে কোভিড-১৯ মহামারির সময় জাফরুল্লাহ চৌধুরী গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের মাধ্যমে দ্রুত পরীক্ষা ও অন্যান্য সেবা প্রদান করেন। তিনি সাশ্রয়ী মূল্যে টেস্ট কিট উদ্ভাবনের জন্য কাজ শুরু করেন। এসবের পাশাপাশি আরও অসংখ্য অবদানে দেশের মানুষকে ঋনী করে গেছেন মহান এই স্বাস্থ্যযোদ্ধা।

ব্যক্তিজীবনে ডাঃ জাফরুল্লাহ ছিলেন একজন অমায়িক মানুষ। বিলাসিতাবিমুখ জীবনযাপন করতেই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করতেন তিনি। তিনি এতই সাধারন মন মানিসিকতার অধিকারি ছিলেন যে, মাত্র একটি শার্ট

পরেই পার করেছেন ৩০ বছর, পায়ে পরেছেন ২০০ টাকার প্লাস্টিকের স্যান্ডেল। তিনি বলতেন, *"বিলাসিতা মানুষের চরিত্রকে নষ্ট করে, আর সমাজের সম্পদকে নষ্ট করে। বিলাসিতার পরিবর্তে যদি আমরা সেই সম্পদ মানুষের কল্যাণে ব্যবহার করি, তাহলে সমাজের সকলেই উপকৃত হবে। যেখানে দেশের মানুষ ঠিকভাবে খেতে ও পড়তে পারেনা, সেখানে বিলাসিতা আমাদের মানায় না।"* একেবারে নির্মোহ একজন মানুষ ছিলেন তিনি। নিজের আরাম আয়েশের প্রতি তিনি সবসময়ই ছিলেন উদাসীন। চিকিৎসার জন্য মাউন্ট এলিজাবেথ হাসপাতালে যাননি এই কিংবদন্তি। দীর্ঘদিন ধরে কিডনির সমস্যায় ভুগলেও সবসময় চিকিৎসা নিয়েছেন নিজের হাতে গড়া গণস্বাস্থ্যকেন্দ্রে, বলেছেন, *"আমি দেশের মানুষের জন্য গণস্বাস্থ্যকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেছি। সেই আমি বিদেশে চিকিৎসা নেব তা কি করে সম্ভব?"*

জাফরুল্লাহ চৌধুরী গণস্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে চিকিৎসা নিচ্ছেন

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় সংঘটিত যুদ্ধাপরাধের অপরাধীদের বিচারের জন্য গঠিত আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইব্যুনাল ২০১৫ সালে চৌধুরীকে আদালত অবমাননার অভিযোগে অভিযুক্ত করে এবং আদালত কক্ষের অভ্যন্তরে কাঠগড়ায় 'এক ঘণ্টা' আটকে রাখার সাজা দেয় এবং তাকে ৫০০০ টাকা জরিমানা করে। ব্রিটিশ সাংবাদিক ডেভিড বার্গম্যানের দোষী সাব্যস্ত হওয়ার বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে তিনি বক্তব্য দিলে আদালত তাঁকে আদালত অবমাননার দায়ে দোষী সাব্যস্ত করে। ব্যাপারটি জনসাধারণকে অবাক করে দিয়েছিল কারণ মুক্তিযোদ্ধা হিসাবে

তিনি বিতর্কিত ট্রাইব্যুনালের অন্যতম সোচ্চার সমর্থক ছিলেন। তাঁর বিরুদ্ধে ওঠানো হয় নানা অভিযোগ। তাকে বলা হয়, *“The most misunderstood man”*।

১১ এপ্রিল ২০২৩ সালে ঢাকায় তিনি মৃত্যুবরণ করেন। জাফরুল্লাহ চৌধুরীর জীবনের গল্প কেবল তাঁর ব্যক্তিগত সাফল্যের নয়, এটি হলো বাঙালি জাতির জন্য তাঁর আত্মত্যাগের গল্প। তাঁর জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত আমাদের মনে করিয়ে দেয়, কীভাবে একজন মানুষের নিষ্ঠা ও ভালবাসা অগণিত মানুষের জীবন বদলে দিতে পারে । তিনি ছিলেন মানবতার আলোকবর্তিকা, যার আলো আজও জ্বলছে হাজারো হৃদয়ে–আর তা নিভবে না কখনও, যতদিন এই পৃথিবীতে মানুষ থাকবে।

রেফারেন্স :

1. https://youtu.be/qV5-d6o20_0?si=XnJpGTTquTIDH7za
2. https://youtu.be/IayYOkhyHjI?si=HRfJk9zyxWt6Sw1g
3. https://en.prothomalo.com/opinion/op-ed/o8oh0w1e7t
4. https://www.earki.co/itsnotearki/article/8202/
5. https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Zafrullah_Chowdhury?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=bn&_x_tr_hl=bn&_x_tr_pto=tc
6. https://bangla.thedailystar.net/node/155589

ছবি:

জাফরুল্লাহ চৌধুরী - Right Livelihood

জাফরুল্লাহ চৌধুরী - Ramon Magsaysay Award

বাংলাদেশ ফিল্ড হাসপাতালের সামনে জাফরুল্লাহ চৌধুরী - The Daily Star

জাফরুল্লাহ চৌধুরী - Dhaka Tribune

জাফরুল্লাহ চৌধুরী গণস্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে চিকিৎসা নিচ্ছেন - Dhaka Tribune